দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 JUL 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

015

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর ত

জনমত

তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এ বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা শিক্ষাদানের সমস্যা। আর এক্ষেত্রেও যে সমস্যাটি আজ ক্রমেই প্রকট এবং উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে তা হলো এর বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তি সমস্যা। ঊনিশশ' চুরাশি পচাঁশি শিক্ষা সালে আমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সৌভাগ্যক্রমে পাস করতে পেরেছি, তাদের বেশীর ভাগের মনে এই ভর্তিসমস্যা সৃষ্টি করেছে চরম হতাশা। এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা নামক সোনার হরিণের পিছু ছুটতে ছুটতে আমরা এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত, বিরক্ত। আমাদের সামনে রয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাদের প্রত্যাশা আদৌ বাস্তবে রূপ নেবে কিনা জানি না। তবে জানি এ যুগ নিদারুণ কম্পিটিশনের যুগ। এ যুগে কম্পিটিশন করবার ক্ষমতা যার যত বেশী জীবনের সর্বক্ষেত্রে টিকে থাকার অধিকারও তার তত বেশী। তাইতো প্রতি বছর আমরা দেখছি স্বল্প সংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রীই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বাকীরা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মাঝে। কিন্তু যারা ভর্তি পরীক্ষা নামের ভাগ্য পরীক্ষায় টিকে থাকতে পারছে না তারা কি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে? একথা স্বীকার করে নিয়ে উচ্চশিক্ষার পাঠ চিরতরে চুকিয়ে দিয়ে হতাশাগ্রস্ত আমরা এখন বলছি 'এটা আমার অক্ষমতারই ফল'। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এ বছর ছাত্রভর্তির চিত্র থেকে যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে বিরাজমান ছাত্র ভর্তির এই প্রকট সমস্যা সমাধানের যথাযথ কোন চেষ্টা নেয়া হচ্ছে না। এ বছর দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু মাত্র 'ক' ইউনিটে আনুমানিক বারো হাজার (এর বেশীও হতে পারে) পরীক্ষার্থীর মধ্যে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে মাত্র আটশ পঁচিশজন। অন্যদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরকৌশল যন্ত্র প্রকৌশল, তড়িৎ প্রকৌশল ইত্যাদি অনুষদে পাঁচশ বারো জন এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদে ভর্তি হতে পেরেছে মাত্র পঞ্চাশজন। অথচ দুটো ডিপার্টমেন্টে প্রার্থী ছিলো প্রায় ন' হাজারের মতো। অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আমরা মোটামুটি একই ছবি দেখেছি। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বারোটি ডিপার্টমেন্টে চুরাশি হাজার প্রার্থী ইত্যাদি খবর আমরা পত্রিকা খুললে দেখতে পাই। কিন্তু এ ব্যাপারে নেয়া বৃহত্তর কোন পদক্ষেপের খবর আমরা দেখি না পত্রিকার পাতায়। বৃহত্তর শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ভর্তির এ অবস্থা আমাদের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জীবনে এনে দিচ্ছে চরম হতাশা। আমরা এর অবসান চাই। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অগণিত ছাত্রছাত্রীর জিজ্ঞাসা শিক্ষা যদি মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হয়ে থাকে তবে তা আমাদের জন্য খুব বেশী কিছু চাওয়া হবে কি? যখন পত্রিকার পাতায় আমরা দেখতে পাই ভার্সিটিতে ডবল শিফট চালুর দাবীতে মিছিল হচ্ছে তখন ভাবি 'সুদিন আবার এলো বলে'! এ দাবী আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ অগণিত শিক্ষার্থীর দাবি—এ দাবি আমাদের সকলের। পরিশেষে চলতি সাল থেকে উল্লিখিত ব্যবস্থা বিশেষ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে) অবিলম্বে কার্যকর করার দাবী জানিয়ে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

সায়েরা খাতুন (বেবী)
২৪১ পশ্চিম নাখালপাড়া
তেজগাঁও, ঢাকা-১৫।

বিএ (পাস) পরীক্ষার রুটিন

আমরা যারা ইডেন কলেজের ছাত্রী তাদের বিএ (পাস) পরীক্ষার সিট পড়বে বদরুন্নেসা কলেজে। সকাল দশটার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মিরপুর থেকে আমাদের সকাল সাড়ে আটটার আগেই রওয়ানা দিতে হবে এবং বিকেল পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি পৌঁছানো সম্ভব হবে না। দীর্ঘ দশ ঘন্টা পরীক্ষার হলে আর বাসে ওঠার যুদ্ধ শেষে যখন বাসায় ফিরবো তখন পরদিন আবার সকাল-বিকাল দু'বেলা পরীক্ষা দেবার মতো সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট থাকবে না। দু'বৎসরের কোর্স, তার উপর দু'টি ভিন্ন বিষয় (সকালে সমাজ কল্যাণ, বিকালে গার্হস্থ্য অর্থনীতি) মাত্র এক রাত্রিতে কিভাবে রিভাইজ দেয়া সম্ভব—তা আমাদের বোধগম্য নয়। দু'বৎসর যা পড়েছি, পরীক্ষার আগে তাতে সামান্য চোখ না বুলিয়েই পরীক্ষা দিয়ে পাস করার মতো পন্ডিত ক'জনা হতে পারে? তাছাড়া, এক নাগাড়ে বিরতিহীনভাবে দু-বেলা করে পরীক্ষা দেয়ার মতো মানসিক শক্তিই বা ক'জনার আছে? যারা আরো দূর-দূরান্ত থেকে পরীক্ষা দিতে আসবে তাদের যে এইভাবে এক নাগাড়ে দু'বেলা করে পরীক্ষা দেয়ার পরিণতি কি দাঁড়াবে—তা নিশ্চয় অনুমান করা যায়।

অনার্সের আট পেপার পরীক্ষা যদি দু'মাস ধরে চলতে পারে এবং সপ্তাহে যদি তাদের এক পেপার করে পরীক্ষা হতে পারে, তবে পাস কোর্সের দশ পেপার পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিভাবে একদিনে দু-পেপার করে পরীক্ষা নেয়া হয়?

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ. আগামী ১১ই আগস্ট থেকে বিএ পরীক্ষার যে রুটিন নির্ধারণ করা হয়েছে, তা যেন পুনর্বিবেচনা করে সকাল-বিকাল দু'বেলার পরিবর্তে এক বেলা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

আশা করি, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সহানুভূতির সাথে আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং আমাদের মতো গরীব ও অসহায় ছাত্রছাত্রী যারা জীবনে দ্বিতীয়বার হয়তো আর পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে না—সুস্থভাবে তাদের পরীক্ষা দিতে সাহায্য করবেন।

নাহিদ, রুবীনা, মনিরা,
ইডেন কলেজ, ঢাকা।